জুলাই সনদ চূড়ান্তের আগে ভোটের রোডম্যাপ ঘোষণা সরকারের অঙ্গীকার ভঙ্গ: এনসিপি

সংগৃহীত ছবি

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) জানিয়েছে, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আগে নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করা সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী। দলটির মতে, সংস্কার কার্যক্রম ও বিচার প্রক্রিয়ায় অগ্রগতি ছাড়া নির্বাচনী প্রস্তুতি ভবিষ্যতে নতুন সংকট ডেকে আনতে পারে।

জুলাই সনদ চূড়ান্ত হওয়ার আগে নির্বাচনী রোডম্যাপ প্রকাশকে সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের শামিল বলে অভিহিত করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাতে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক প্রতিক্রিয়া সভায় এ কথা বলেন দলটির যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব।

তিনি বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে হাজারো শহীদের আত্মত্যাগের পর জনগণের প্রত্যাশা ছিলো ন্যায়বিচার ও কাঙ্ক্ষিত সংস্কার। সেই লক্ষ্যে গঠিত বিভিন্ন সংস্কার কমিশনে এনসিপি নিজস্ব প্রস্তাবনা জমা দিয়েছে। কিছুদিন আগে ঐকমত্য কমিশনের প্রণীত জুলাই সনদের খসড়া হাতে পেয়েও তারা মতামত প্রদান করেছে। তবে, সনদ বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ না থাকায় হতাশা প্রকাশ করেন তিনি।

LENS ASIA

আরিফুল ইসলাম আদীব আরও জানান, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ছয়টি সম্ভাব্য উপায় নিয়ে আলোচনায় এনসিপি গণপরিষদ নির্বাচনের প্রস্তাব রাখে। অন্যান্য রাজনৈতিক দল গণভোট ও সংবিধান সংস্কারের মতো প্রস্তাব দিয়েছে। এসব প্রক্রিয়ার সঙ্গেই নির্বাচনী প্রস্তুতির বিষয়টি যুক্ত। এর মধ্যেই প্রধান উপদেষ্টা এককভাবে নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা করলে তা এনসিপিকে বিস্মিত করে, যদিও বৃহত্তর স্বার্থে তা মেনে নেওয়া হয়েছিল। তিনি উল্লেখ করেন, প্রধান উপদেষ্টা ঘোষণা দিয়েছিলেন ২০২৬ সালের রমজান শুরুর আগেই নির্বাচন আয়োজন করা যেতে পারে, তবে তার আগে সংস্কার ও বিচারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি প্রয়োজন।

তিনি অভিযোগ করেন, নির্বাচনী রোডম্যাপ প্রকাশের আগে সংস্কার বিষয়ক রোডম্যাপ আসবে বলে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু রহস্যজনকভাবে ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি এখনো নির্ধারিত হয়নি। এ অবস্থায় নির্বাচন প্রস্তুতি ঘোষণাকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের সমতুল্য বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এনসিপির মতে, গণতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য নির্বাচন অপরিহার্য হলেও জুলাই সনদের বাস্তবায়ন ছাড়া তা টেকসই হবে না। আরিফুল ইসলাম আদীব বলেন, “আমরা কোনোভাবেই নির্বাচনবিরোধী নই। তবে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি যত দ্রুত তৈরি হবে, তত দ্রুত নির্বাচন আয়োজন সম্ভব হবে। অন্যথায় অচিরেই নতুন সংকট তৈরি হতে পারে, যার দায়ভার সরকারকেই নিতে হবে।”